যুগান্তর

তারিখ SEP 2 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ভাত বঞ্চনা

গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করিয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভালো ফল করিয়াও ভর্তি বঞ্চনায় পড়িতেছে শিক্ষার্থীরা এইবার বোধকরি উহা শিখরস্পর্শী হইবে। যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্ট বলিতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বৎসর ভর্তি হইতে পারিবে না ৭৮ হাজার শিক্ষার্থী তাহাদের প্রত্যেকেরই রহিয়াছে ভর্তি হইবার যোগ্যতা। এই বিপুল সংখ্যক যখন এইচএসসির পর অন্য কোনখানে ভর্তি হইতে পারিবে না, তখন তাহা মধ্যে হতাশাই নামিয়া আসিবে। যাহারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, যেন হাতে সোনার হরিণ পায়। কারণ সার্টিফিকেট পরীক্ষার তুলনায় ভর্তি পরীক্ষাটাই এখন প্রধান প্রতিবন্ধক শিক্ষার্থীর নিকট। সেই পরিস্থিতি সদ্য এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত। ২ লক্ষ ৬৪ হাজার পাস ছাত্রছাত্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বুয়েট, বিআইটি, মেডিকেল সকল মিলাইয়া আসন রহিয়াছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৭১০টি। ১৪শ' উচ্চ শিক্ষা প্রতি এই আসনও যে চাহিদার তুলনায় কম এবং প্রতি বৎসরই এই সঙ্কট তীব্র হ তীব্রতর হইতেছে— উহা কি সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না? এসএসসির পরও এইরূপ ভর্তি সঙ্কট দেখা দেয়। অনেক শি কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হইতে পারে না আসন স্বল্পতার জন্য, যোগ্যতা থাকি পরও। ভালো কলেজ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসনের অভাব এই ক্ষেত্রে প্র সমস্যা। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পর ভর্তি সমস্যা সত্ত্বেও এই বি তেমন উদ্বেগ সরকারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নাই। এই বৎসর যে ৭৮ হাজ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারিবে না— উহার জবাব দিবে নূতন নূতন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য সরকারের নাই। বেসরক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষাদানের চাইতে সাধারণভাবে ব্যবসাকেই প্রাধান্য দিতে এমন পরিবারই বেশি, যাহারা ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তি করিব করিতে পারে না। এই সমস্যার সমাধান কী বা কোথায়, তাহা সরকারকেই হইবে। সরকার নকলমুক্ত পরীক্ষার প্রশংসনীয় ধারা চালু করিয়া একদিকে শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখিয়া চলিয়াছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যেও জ্ঞানার্জ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহাদের ঐরূপ প্রচেষ্টার পাশ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেইখানে সীমিত আসন সংখ্যা লইয়া তাহারা মো ভাবিত নহেন। এই কারণেই এসএসসি ও এইচএসসির ভালো রেজাল্ট কর ছাত্রছাত্রীরা অচিরাৎ ফাঁসিয়া যায় ভর্তিযুদ্ধের প্রতিযোগিতায়। এইরূপ পরিস্থি উন্নয়ন জরুরি। এই ক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। বেসরকারি উদ্যোক্তারা যদি স্বল্প লাভের মাধ্যমে মধ্যম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকাকেন্দ্রিক নহে— জেলা ও বিভাগকেন্দ্রি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব। পাবলিক বিশ্ব দুই শিফটের ব্যবস্থা করিয়াও এই সমস্যার প্রকটতা কমাইয়া আনা যাইতে দুই শিফটে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার একটি সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। উদ্যোগ কেন ভেস্তে গেল তাহা আজও অজানা। বিভাগীয় ও জেলা স্তরের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়নের উদ্যোগ এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করি শিক্ষার্থীদের ভর্তি বঞ্চনা রোধ করা যায়। ব্যাপারটি রাতারাতি সম্ভব নহে। বৎসরের সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া আগামী বৎসরগুলির জন্য উদ্যোগ লইয় হইবে। সঙ্কট অত্যাসন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেই ব্যাপারে চিন্তা না করিবার মান পরিত্যাগ করিতে হইবে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৯ হাজার ৪৫০ জন শিক্ষার্থীর ত বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ সেরা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি চাহিতেছে। তাহাদের ইচ্ছা কি উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি মিটাইতে পারিবে? পারি মনে হয় না। এই কারণে যতই দিন যাইবে ভর্তি বঞ্চনা ততই বাড়িবে। শ গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও মানভেদ রহিয়াছে। শিক্ষার মানে সমত করা জরুরি। গ্রামীণ শিক্ষার্থীরা যদি আশেপাশেই ভালো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠা তাহা হইলে তাহারা ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে ধরনা দিবে না। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর মানোন্নয়ন জরুরি। ইহা ছাড়া ভর্তি বঞ্চনার প্রতিবিধ